কোন এক গায়ত্রী সন্ধ্যায়

কাইউম পারভেজ

সিডনীতে সেলিনা হোসেন

ব্যপারটা হঠাৎ করেই যেন হয়ে গেলো। গত নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে একদিন সন্ধ্যায় মেলবোর্ন থেকে হেমায়েত হোসেন ফোন করলেন। বললেন - আমাদের এখানে একটি সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রনে দেশ থেকে লেখিকা সেলিনা হোসেন এসেছেন। ধরুন কথা বলুন। সেলিনা হোসেনের সাথে কথা বলতেই প্রথম প্রশ্ন আমার - আমাদের এখানে কবে আসছেন? বললেন - সেটাই হোল সমস্যা। সময় যে একেবারে নেই। আরো কিছুক্ষণ আলাপের পর বললেন দেখি কবিতার সাথে একটু কথা বলি। কবিতা ফোন ধরেই চেঁচামেঁচি। আপনি অষ্ট্রেলিয়াতে এলেন আর সিডনি আসবেন না? আমার এখানে আসবেন না? বললেন সেজন্যেইতো তোমাকে ফোন করা। অন্তত তোমার সাথে একটু কথা বলে যাই। কতদিন তোমায় দেখিনি। কবিতা বললো একদিনের জন্যে হলেও আসেন। যাহোক অবশেষে তাঁকে রাজী করানো গেলো । একটা দিনই সময় দিলেন। ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে এলেন। চলে গেলেন বুধবার দুপুরে।

কবিতার প্রয়াত মা ড. মাহমুদা আখতার, সেলিনা হোসেন আর আমাদের প্রিয় শিল্পী অমিয়া মতিনের বাবা জনাব নূরুল হুদা - এঁরা সব বাংলা একাডেমিতে একসঙ্গে চাকরী করতেন।

কেবলমাত্র একটা সন্ধ্যাই বলতে গেলে তিনি সময় দিয়েছিলেন। সে সুযোগেই তাঁর সাথে কিছু আলাপ। কিছু কথা। সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের অন্যতম একজন কথা সাহিত্যিক হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিত। রাজশাহীতে তাঁর জন্ম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় সেই ষাটের দশকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। সেই যে শুরু তা আর থেমে থাকেনি। বলা যায় থাকতে পারেনি। সেলিনা হোসেনের হৃদয়কে সব কিছুই খুব সহজে স্পর্শ করে ফেলে - মাটি মানুষ মানুষের সুখ দুঃখ আবেগ অনুভব প্রেম বিরহ মায়া মমতা সবই। নিজের জীবনেই অনেক দুঃখ সয়েছেন। চোখের সামনে চলে যেতে দেখেছেন ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষানবিশ পাইলট প্রিয় কন্যা লারা-কে। সে দুঃখ সে যন্ত্রণার কথা

লিখেছেন তাঁর একটি উপন্যাস "লারা"- তে। দেশের দক্ষিনাঞ্চলের নাফ নদীর তীরে ছোট্ট এক দ্বীপের বুকে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "পোকামাকড়ের ঘরবসতি"।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' প্রথম প্রকাশিত হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি। দারুন ঝড় তুলেছিলো। একজন বিধবা মা তার একমাত্র সন্তান যুবক ছেলেকে পাকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখেন মুক্তিযোদ্ধাদের। নিজের চোখের সামনে বাড়ির উঠোনে তিনি দেখতে পান হানাদাররা তাঁর মানসিক প্রতিবন্দী ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। সে মুহূর্তে তাঁর একমাত্র বিবেচনা ছিল ছেলের প্রাণের বিনিময়েও মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। হানাদাররা ছেলেকে হত্যা করে চলে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। একদিকে দেশের জন্য লড়াকু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ, অন্যদিকে নিজের সন্তান, হোক না প্রতিবন্দী কোনটিকে সেই মা প্রাধান্য দেবেন? দেশের স্বাধীনতাই সে মায়ের কাছে তখন বেশী মূল্যবান। অসাধারণ এই উপনাসটি তখন হৈ চৈ ফেলে দেয়।

আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন একটি সত্য ঘটনার ওপরেই এ উপন্যাস। কাহিনী সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বললেন। এক সময়ে বললেন - মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায় কয়েকটি চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন "হাঙর নদী গ্রেনেড" উপন্যাসটির তিনি চলচ্চিত্র রূপ দিতে চান। অনুমতি চান। সেলিনা হোসেন খুশি হয়ে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন অনুমতি দিয়ে। পরে সত্যজিৎ রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উপন্যাসটি নিয়ে

আর ছবি করা হোল না। সপ্তাহ দুই তিন আগে কাগজে পড়লাম তাঁর এই উপন্যাস শিকাগোর ওকটন কলেজের সাহিত্য বিভাগ দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য কোর্সে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তেমনি "যাপিত জীবন" উপন্যাসটি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং "নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর দুটি গ্রন্থ পাঠ্য। সেলিনা হোসেনের বেশ কিছু উপন্যাস এবং গল্প ইংরেজি হিন্দি মারাঠি কানাড়ি মালায়ালাম রুশ মালে ফরাসি এবং উর্দূ ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

যতদুর মনে পড়ছে এ যাবত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ২৫, গল্পগ্রন্থ ৮, প্রবন্ধ ৪ এবং শিশু সাহিত্যে ১০টি। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম - এতো লিখেছেন তবু আপনার কাছে কোন উপন্যাসটি প্রিয় এবং কেন? বললেন - 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' আমার প্রিয় উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্য্যন্ত। এই পটভূমিতে বাঙালি তার অস্তিত্বের সঙ্কট অনুভব করেছিলো, তাকে নিজস্ব অনুভবে বুঝেছিলো। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করেছিলো। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পরে বাঙালি আবার আইডেনটিটি ক্রাইসিসের মুখোমুখি হয়। বাঙালি জাতিসত্বার বিরুদ্ধে শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় মুসলমান হওয়ার অপরাধে উপন্যাসের নায়ক আলী আহমদকে তার পৈতৃক নিবাস মালদহ ছেড়ে আসতে হয়। ১৯৭১ সালে বাঙালি হওয়ার অপরাধে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহীদ হন আলী আহমদ। দীর্ঘ সময় ধরে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রচিত
'গায়ত্রী সন্ধ্যা' বাঙালি জাতির ইতিহাসের শিল্পরূপ।

এতো পরিশ্রমের মূল্য কিছু হলেও পেয়েছেন সেলিনা হোসেন। ড. এনামুল হক স্বর্নপদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার এমন আরো অনেক। "পোকামাকড়ের ঘরবসতি" শ্রেষ্ঠ কাহিনী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকায়। এর চেয়ে মূল্যবান পুরস্কার

মানুষের ভালোবাসা - যা তিনি অশ্রুসিক্ত উদ্ভাসিত মুখে গর্বভরে বলেন - বলেন সামান্য লিখে যে মানুষের এতো ভালোবাসা পাওয়া যায় কখনো ভাবিনি ।

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদেরকে বলে "ডাউন টু আর্থ পারসন" - সেলিনা হোসেন তাঁদের একজন । এতো বড় মাপের একজন লেখক অথচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বের করতে হয় । নিজ থেকে কিছুই বলতে চান না । আর যখন বলেন তখন এমন করে বলেন মনে হয় তিনি কিছুই জানেন না কিছুই করেননি কিছুই পারেন না । বোধকরি প্রকান্তরে বলে গেলেন বড় হতে হলে ছোট হতে হয় ।

স্মৃতিতে বহুদিন বয়ে বেড়াবো সেই গায়ত্রী সন্ধ্যা । সেলিনা হোসেন বলেছেন "গায়ত্রী সন্ধ্যা" তাঁর প্রিয় উপন্যাস আর ১৫ নভেম্বর গায়ত্রী সন্ধ্যা আমার প্রিয় সন্ধ্যা ।

তাঁর সুস্বাস্থ্য - দীর্ঘায়ু কামনা করি ।